[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আমাদের সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব। প্রশাসন সবসময় তাদের পাশে থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, উপজেলা প্রশাসন সবসময় সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছে। এ ধরনের উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রিতম শীল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) স্থানীয় সরকার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখে আনন্দের ঝলক ফুটে ওঠে। উপজেলা প্রশাসনের এমন মানবিক উদ্যোগ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করলেন ডিসি

মেহেরপুর জেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বিদ্যালয়ে আগমন করলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক প্রথমে সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কাজ করবেন, তা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমাদের

সেবা দেওয়ার দায়িত্ব।

পরিদর্শনের সময় তিনি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ঘুরে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং কোনো দিক থেকে কম নয়।

ডিজিএম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পেশার দিক তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভাল মানুষ হওয়াও জরুরি। যদি ভাল মানুষ না হও, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে না।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক সন্ধানী সংস্থা ও সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মোকলেছুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা জাপানি দাতাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়া সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে

মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকেলে মিছিলটি গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু এবং পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা।

মিছিলে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা “অবৈধ মনোনয়ন মানি না, মানবো না”, “অপ্রত্যাশিত মনোনয়ন বাতিল চাই”, “মিল্টন ভাইয়ের মনোনয়ন চাই” স্লোগান দেন।

মিছিলে বক্তারা বলেন, জাভেদ মাসুদ মিল্টন মেহেরপুরের ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতা, তাই দলের স্বার্থে তাঁকেই মনোনয়ন দিতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের নির্বাচনী গণসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। গতকাল সোমবার বিকেলে নওয়াপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমার ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কোনো

ভুলভ্রান্তি মনে রেখে ধানের শীষকে ভুলে গেলে চলবে না। ধানের শীষ প্রতীক মেহনতী মানুষের প্রতীক। ধানের শীষ মানে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। এই ধানের শীষের প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়ে আপনারা গত ১৬ বছর বিভিন্ন সময়ে জেল জুলুম হামলা মামলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধানের শীষকে বিজয়ী করলেই মানুষের মুক্তি মিলবে, দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীককে ভোট দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাস্টার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আমজাদ হোসেন একজন সৎ ও যোগ্য নেতা। ২০০৮ সালে এমপি থাকাকালীন সময়ে তাকে নানা নির্যাতন, জেল, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। এসব বিবেচনায় কেন্দ্র তাকে এই আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। যেকোনো মূল্যে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে এই আসনটি উপহার দিতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুলেরী আলভি, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি রেজওয়ান হক ইমন, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সহ সভাপতি সোহেল রানা, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক সেবকদলের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল হাসান শাওন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন সহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এই গণসংযোগে স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে প্রার্থী ভোটারদের কাছে তার মনোনয়ন ও নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

গাংনীতে লাখ টাকায় নির্মিত “আমাদের গাংনী” ফলকের উদ্বোধন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীরে এক লাখ দশ হাজার টাকায় নির্মিত “আমাদের গাংনী” ফলকের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে এই ফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমসূচীর আওতায় গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস এই ফলক নির্মাণ করেছে। ফলকটি মূলত গাংনী উপজেলার পরিচিতি ও সমৃদ্ধি তুলে ধরতে নির্মিত হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ফলকের মাধ্যমে স্থানীয় ও বাইরে আগত মানুষের মধ্যে গাংনীর পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

সরকার প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে প্রণোদনায় অনিয়ম, মৃত ব্যক্তির নামে বিল-ভাউচারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি

অফিসে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পরে তদন্ত দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত শুরু করে।

তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেন দুদকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় একাধিক প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে প্রকল্প প্রদান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে চার হাজার কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে।

তিনি আরও জানান, তদন্ত টিম ইতোমধ্যে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই-বাছাই শেষে পুরো প্রতিবেদন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

গাংনীতে বিএনপির অফিস ভাঙচুর মামলায় শিক্ষক গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর মামলায় ইদ্রিস আলী টুকুল (৫০) নামে এক প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা চত্বর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইদ্রিস আলী টুকুল হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ওই গ্রামের ইজ্জতুল্লাহর ছেলে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর জাবেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ১৫/০৪/২৫ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেজানুল হক ইমন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটিতে ইদ্রিস আলী টুকুলকে ৫০ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মামলার নম্বর-১৭, তারিখ ১৫/০৪/২৫ ইং।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই অঙ্কুশ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই

মামলায় আসামিদের শনাক্তের প্রক্রিয়া চলছিল। সোমবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইদ্রিস আলী টুকুলকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল বলেন, গ্রেফতারের পর ইদ্রিস আলী টুকুলকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দরকার নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, জেলা বিএনপির নেতৃত্বে ধানের শীষের ভোটে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র। আপনারা সকলে আজকে দেখেছেন, ঢাকাতে দুটি গাড়ি পোড়ানো হয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের এখনো যারা আছে, তারা বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় এরকম আইনবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে।

তাই নির্বাচন বানচালের যারা ষড়যন্ত্র করছে এবং আরও একটি দল এই ফ্যাসিস্টদের সাথে হাত মিলিয়ে আজকে পিআর, কালকে গণভোট এটা-সেটা দিয়ে এই দেশে যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে, যাতে নির্বাচন না হয়, যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন এই কারণে তারা ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে। আর মেহেরপুরকে বাঁচাতে হবে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

তিনি আরও বলেন, এই প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে এত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কোনো দরকার নেই। চূড়ান্ত

তালিকা ঘোষণা হবে যখন তফসিল ঘোষণা হবে, তার পরে। অতএব, তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত আপনাদেরকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আজকে প্রায় ১০ দিন হয়ে গেল প্রাথমিক মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা গর্ব করে বলতে পারি, যারা জেলা বিএনপির নেতৃত্বে আছেন তারা সকলে নেতৃত্বে আছেন অন্য কোথাও যাননি।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর, সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, মুজিবনগর উপজেলা জাসাসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকুস এবং যুবদল নেতা মেহেদী হাসান রোলেক্স উপস্থিত ছিলেন।

র্যালিতে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাইবার মামলায় লিপু-ক্যামেল মেহেরপুরের কারাগারে

বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপু ও তার সহযোগী মুছায়েদ আলম ক্যামেলকে সাইবার সুরক্ষা আইনের পৃথক দুইটি মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন মেহেরপুরের আদালত।

রবিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাদের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক সাইবার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল আমলী আদালত-১ এর বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম ও সিনিয়র জুডিসিয়াল আমলি আদালত-২ এর বিচারক জুয়েল রানা আবেদন মঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। লিপু ও ক্যামেলকে ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর থানায় দায়েরকৃত সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩–এর অধীন ২৬ নম্বর মামলা এবং একই বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি মুজিবনগর থানার ৯/২২ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা নামঞ্জুর করেন।

আদালতের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন এপিপি মোখলেছুর রহমান খান স্বপন এবং তাকে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন। আর আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

ডিবি সুত্রে জানা গেছে, আসামিদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিগগিরই আবেদন করবে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

এছাড়াও বর্তমানে সাতক্ষীরায় লিপুকে সাইবার সুরক্ষা আইনের ৩ টি মামলা এবং যশোরের ২ টা মামলাতেও তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

এর আগে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশের অভিযানে অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপু ও তার সহযোগী মুছায়েদ আলম ক্যামেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১১ অক্টোবর দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়, যা অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে জানিয়েছিল পুলিশ। বর্তমানে সাতক্ষীরায় সাইবার সুরক্ষা আইনে লিপুর

একত্রে জড়ো হয়েছে লিপু নামের এই তরুণের চারপাশে। একদিকে আদালতে কঠোর সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে প্রশাসনের নিরবতা। সব মিলিয়ে মেহেরপুরের আকাশে আবারও ভেসে বেড়াচ্ছে একটিই প্রশ্ন, ‘জুয়ার এই নেটওয়ার্কের শেষ কোথায়?’